দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ১ ...

শিশুর কাঁধে বইয়ের বোঝা কমানো প্রয়োজন

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

আজকের শিশুরা আগামী দিনে জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুর সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠা নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আজ আমরা যারা একটু বড় হয়েছি তারাও একসময় শিশু ছিলাম। আবার আমাদেরও সন্তান-সন্ততি রয়েছে তারাও একদিন আমাদের মতোই বড় হবে, সমাজ, দেশ তথা মানব কল্যাণে কাজ করবে। কিন্তু আমরা কি তাদের সেই বেড়ে উঠার পরিবেশটা তৈরি করে দিচ্ছি নাকি আস্তে আস্তে তাদেরকেও যন্ত্রমানবে পরিণত করছি। দেখা গেছে, একসময় কি গ্রাম কি শহর কোথায়ও মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প ছিল না কিংবা চিন্তা করা হতো না। কিন্তু এখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ আধুনিক যুগেও আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনে শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। অথচ এখন আমরা তা পালন না করে দিনদিন যান্ত্রিকতার মধ্যে নিপতিত হওয়ার কারণে বাজারের ভেজাল গুঁড়ো দুধের উপর নির্ভর করে সেগুলোই আমাদের বেড়ে উঠা শিশুদের হরহামেশাই খাইয়ে যাচ্ছি। এতে করে আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শিশুরা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। ঠিক সেরকমই একটি সমস্যায় ও মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে আমাদের শিশুরা তাদের লেখাপড়ার অন্যতম বাহন বইয়ের বোঝা বড় হওয়ার কারণে।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী একজন শিশুর মোট শারীরিক ওজনের সর্বোচ্চ দশ শতাংশের ভিতর হতে হবে তার স্কুল ব্যাগের ওজন। প্লে ক্লাস থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের শারীরিক ওজন ১০ কেজি থেকে সর্বোচ্চ ৪০-৫০ কেজি। সে হিসাবে এক-দশমাংশ ওজনসম্পন্ন স্কুল ব্যাগের ওজন হবে এককেজি থেকে সর্বোচ্চ ৪-৫ কেজি। এখানে খালি ব্যাগের ওজন, বইয়ের ওজন, পানির বোতলের ওজন, টিফিন বক্সের ওজন, খাতার ওজন, পেনসিল বক্সের ওজন, অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী যেমন- রাইটিং বোর্ড, স্কেল, আর্টপেপার ও প্রয়োজনে অন্যান্য সামগ্রী- সবমিলেই সেই স্কুল ব্যাগের ওজন ধরতে হবে। সেভাবে দেখলে প্লে, নার্সারি, কেজি ইত্যাদি ক্লাসের শিশু শিক্ষার্থীদের ব্যাগের ওজন তাদের বয়স ও নিজের ওজনের সাথে সঙ্গতি রেখে কোনো অবস্থাতেই এক থেকে দুই কেজির বেশি হতে পারে না কিংবা হওয়া উচিত নয়। এর বেশি হলে সেটি অবশ্যই অমানবিক হয়ে দাঁড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেখা গেছে, সরকারিভাবে স্কুলে প্রথম শ্রেণির আগে কোনো পড়ার কথা বলা হয়নি, সেজন্য তাদের জন্য কোনো বইও পাঠ্য করা হয়নি। অথচ অভিভাবকদের চাহিদা কিংবা চাপ, যে কারণেই হোক না কেন বর্তমানে কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতির শিক্ষাবাণিজ্যের অংশ হিসেবে এখন প্রথম শ্রেণির আগেও ৩-৪টি ক্লাস বিদ্যমান। সেই ক্লাসগুলোতে একেকটি বাচ্চার স্কুল থেকে প্রতিষ্ঠানভেদে ১০-১৫টি পর্যন্ত বই ধরিয়ে দেয়া হয়েছে যা খুবই অমানবিক ও দৃষ্টিকটু। সেজন্য দেখা যায়, যেখানে এ বয়সের একটি বাচ্চার সর্বোচ্চ এক থেকে দুই কেজি পরিমাণ ব্যাগের ওজন হওয়ার কথা, সেখানে তা চার-পাঁচ কেজিতে এসে ঠেকছে যা সেই বাচ্চার ওজনের প্রায় অর্ধেক। সেটি প্রমাণের জন্য খুব বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমার নিজের কেজিতে পড়ুয়া সন্তানের ক্ষেত্রেও স্বনামধন্য একটি বিদ্যালয় কর্তৃক একই কাজ করতে দেখা গেছে।

অপরদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে তারা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য তিন থেকে সর্বোচ্চ ছয়টি বই ক্লাসে পাঠদানের জন্য পাঠ্য করা হয়েছে। এখন সেভাবেই শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের মধ্য থেকেই পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) নেয়া হচ্ছে। অথচ স্কুলগুলো সেই বোর্ডের বইয়ের বাইরে নিজেদের ইচ্ছেমত স্কুল ও ক্লাসভেদে বিভিন্ন নামে আরো ৭-৮টি বই বাড়িয়ে দিয়ে অহেতুক বাচ্চাদের কাঁধে ব্যাগের বোঝা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমনিতেই এখন বাচ্চারা আগের মতো ফ্রি মুভমেন্ট করতে পারছে না। নেই তাদের কোনো খেলার মাঠ, নেই কোনো বিনোদনের স্থান, নেই চারিদিকে খোলা মাঠ-ঘাট যেখানে ইচ্ছে হলেই মনের মত করে দৌড়াতে পারবে। আমাদের সময়ে লেখাপড়ার যে পদ্ধতি ছিল সেখানে এসএসসি পরীক্ষার আগে কখনো শিক্ষার্থীদেরকে লেখাপড়ায় সিরিয়াস হতে দেখা যায়নি। কিন্তু এখন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতিটি ক্লাসেই তাদেরকে অস্বাভাবিক অসম প্রতিযোগিতা করার জন্য স্কুল, কোচিং, স্পেশাল কোচিং ইত্যাদি প্রত্যেকটি জায়গাতেই প্রতিদিনই একাধিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাওয়া-আসা, তারপর কোচিংয়ে যাওয়া-আসা, এর আবার স্পেশাল কোচিং ইত্যাদির চাপে একেকজন শিক্ষার্থীর মুখের দিকে তাকানো যায় না।

কিন্তু কে শুনে কার কথা। শোনা যায়, স্কুলের শিক্ষকরা এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিও সেইসব মানহীন বইয়ের প্রকাশকদের সাথে কমিশন ভাগাভাগিতে জড়িয়েই এমন কাজ করছেন। কিছুদিন আগে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ভর্তিতে এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপের সময় অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের বিষয়টি মিডিয়াতে চলে এলে তার ত্বরিত ব্যবস্থা হিসেবে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থ ফেরতদানের পত্র জারি কিছুটা হলেও কাজে এসেছে। ঠিক একইভাবে শিশুদের বইয়ের সংখ্যা কমিয়ে এ স্কুল ব্যাগের ওজন কমাতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য স্কুলে স্কুলে তা বারণ করে কঠোর পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পত্র জারির ব্যবস্থা নিতে হবে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সম্প্রতি দৈনিক ইত্তেফাকসহ একাধিক পত্র-পত্রিকায় বিশেষ রিপোর্ট ছাপিয়েছে।

● লেখক : ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
email: hkabirfmo@yahoo.com